47

দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

সবার জন্য শিক্ষা এবং লেখাপড়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ছোটবেলায় প্রায় প্রবাদের মত প্রচলিত একটা কথা শুনতাম ঃ 'লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে।' অন্ত্যমিলের কারণে কবিতার মতো এই কথাটি আমাদেরও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমরাও ছড়ার মতোই আউড়ে ও আবৃত্তি করে বলতাম ঃ 'লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে।' আমাদের অভিভাবকরাও লেখাপড়ায় আমাদের আগ্রহী ও মনোযোগী করে তোলার জন্য বলতেন ঃ ভালো করে লেখাপড়া করলে, উচ্চশিক্ষা নিলে ভালো চাকরি পাওয়া যাবে, জীবনে উন্নতি হবে এবং গাড়িঘোড়াও চড়া যাবে। তাদের দৃষ্টিতে উচ্চশিক্ষা লাভের অর্থই ছিল ভালো চাকরি–বাকরি পাওয়া, মোটা বেতন লাভ, বড় বড় শহর–বন্দরে বসবাস এবং গাড়িঘোড়া চড়া। বাস্তবেও অনেকক্ষেত্রে তা–ই ঘটতো। মেধাবী ও কৃতী ছাত্ররা উচ্চশিক্ষা পেতেন, মোটা বেতনের ও উচ্চ পদের চাকরি লাভ করতেন, বড় বড় শহর–বন্দরে বসবাসের এবং গাড়িঘোড়া চড়ার সুযোগও তাদের হতো; আজও যেমন হয়, এবং তুলনামূলকভাবে বেশিই হয়। কিন্তু সবার জীবনেই এমন সুবিধা মিলতো না, সৌভাগ্য হতো না। আজও হয় না। তবুও, বড় চাকরি–বাকরি লাভ আর গাড়িঘোড়া চড়ার সুযোগটাই ছিল লেখাপড়া করার একটা বড় উদ্দেশ্যে এবং অনুপ্রেরণা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এটাকেই মুখ্য জ্ঞান করতেন। একালেও অধিকাংশ লোকই তা করেন। ফলে, উচ্চপদে মোটা বেতনের চাকরি লাভ আর শহর–বন্দরে গিয়ে গাড়িঘোড়া চড়া ছাড়া শিক্ষা অর্জনের—ডিগ্রী লাভের আরও বহুবিধ উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন যে রয়েছে, সেটা খুব কমসংখ্যক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকই উপলব্ধি করতেন, একালেও কমই করেন।

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন যে মানুষের মেধা ও প্রতিভার অন্তর্গত মানবিক গুণাবলীর এবং কর্মশক্তি ও দক্ষতার বিকাশ ঘটায়, তাকে জীবনযুদ্ধের সৈনিকরূপে গড়ে তোলে; শিক্ষা, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জীবন–জীবিকা উপার্জন এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ তার পক্ষে সম্ভব হয়, সে বিবেচনা অনেকটা গৌণ করে দেখা হতো। একজন শিক্ষিত, উচ্চ ডিগ্রীধারী, জ্ঞানী–গুণী ব্যক্তি যে শিক্ষা ও জ্ঞান এবং কর্মশক্তি ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের উন্নয়ন সাধন করা ছাড়াও, সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়ন এবং অগ্রগতি সাধনে নানাভাবে ও বিভিন্ন উপায়ে অবদান রাখতে পারে, সেটা তেমন ভেবে দেখা হতো না; চাকরি–বাকরি না করেও, উচ্চপদে আসীন না হয়েও যে শিক্ষিত ও জ্ঞানী–গুণী লোকেরা অর্থবিত্ত অর্জন করতে ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, বিশেষ অবদান রাখতে পারে সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে, সে সত্যটাও তখন ব্যাপকভাবে উপলব্ধ হয়নি। একালেও হয় না। সেকালের মতো একালেও 'লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে'—এই প্রাবাদিক কথাটা শিক্ষালাভ, উচ্চ ডিগ্রী অর্জন এবং উচ্চ চাকরি–বাকরি পওয়ার এবং গাড়িঘোড়া চড়ার একটা আশা ও প্রেরণা হিসাবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মনে কাজ করে। উচ্চশিক্ষা লাভ করলে, ভালো চাকরি–বাকরি পেলে, গাড়িঘোড়া চড়ার সুযোগ ও অবকাশ বহুক্ষেত্রেই হয়, প্রচুর অর্থবিত্ত অর্জন করতে পারলে গাড়িঘোড়া চড়া যায় এবং গাড়ির মালিকও হওয়া চলে। এমনকি, একালে কোনো চাকরি–বাকরি না করে, ব্যবসা–বাণিজ্য করে কিংবা অন্যবিধ বহু উপায়ে বিত্ত–বেসাতের ও গাড়ির মালিক হওয়ার এবং গাড়িঘোড়া চড়ার অবকাশ ও সুযোগ–সুবিধা অনেক অবারিত। বহুজনই তেমন সাফল্য অর্জন করেছে এবং করছে।

কিন্তু লেখা–পড়া করা এবং শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তো কেবল ডিগ্রী অর্জন, চাকরি–বাকরি লাভ এবং 'গাড়িঘোড়া চড়া'–ই হতে পারে না। সাক্ষরতা, শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের উচ্চশিক্ষা–যাই বলিনা কেন, এর সবকিছুরই তো মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো জ্ঞানার্জন, মেধা, প্রতিভা, কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশ সাধন, জীবনযুদ্ধের সৈনিকরূপে প্রতিটি মানুষকে গড়ে তোলা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে যাতে অবদান রাখতে পারে সেজন্যে যোগ্য নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। লেখাপড়া জানা তথা সাক্ষর, শিক্ষিত, উচ্চ ডিগ্রীধারী এবং জ্ঞান–গুণী লোকেরা যে নিজ–নিজ ক্ষেত্রে মেধা, প্রতিভা, কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা কাজে লাগিয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে এ–সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। ব্যক্তি নিয়েই অর্থাৎ ব্যক্তির সমবায়েই পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি। সাক্ষর, শিক্ষিত, উচ্চ ডিগ্রীধারী, জ্ঞানী–গুণী, যোগ্য, অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোক শুধু ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক উন্নয়নেই অবদান রাখে না, সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়নেও অবদান রাখে। বস্তুত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন—যাই বলিনা কেন, ব্যক্তির অবদানের সমন্বয়েই দেশ ও জাতির উন্নয়ন এবং অগ্রগতি।

দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যেই দেশের প্রতিটি মানুষকে সাক্ষর, শিক্ষিত, যোগ্য, অভিজ্ঞ, দক্ষ ও একনিষ্ঠ কর্মী করে তোলা দরকার। সবাইকে উচ্চশিক্ষিত এবং ডিগ্রীধারী যদি করে তোলা না–ও যায়, অন্তত পক্ষে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তুলতেই হবে। কেননা, স্বাক্ষরতা, শিক্ষা এবং অর্জিত জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতা মানুষকে জীবিকা অর্জনের এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার যোগ্য করে তোলে। কৃষি–শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে, ব্যবসা–বাণিজ্য পরিচালনায় সহায়ক হয়। কারিগরি জ্ঞান, শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন তো এ–ব্যাপারে আরও বেশি সহায়ক। আমাদের মতো জনবহুল, দারিদ্র্যপীড়িত ও উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে সবাইকে হয়তো বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়া এবং ডিগ্রীধারী করে তোলা সম্ভব নয়। এতে হয়তো শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা। কিন্তু দেশের বিপুল জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করতে এবং তাদের মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মশক্তির বিকাশ সাধন এবং তাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে তথা জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে কাজে লাগাতে হতে প্রত্যেককে অবশ্যই ন্যূনপক্ষে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে, দিতে হবে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো। কারিগরি শিক্ষা ও জ্ঞান দিতে পারলে তো খুবই ভালো। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সাক্ষরতা অভিযান এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী ইত্যাদি অবশ্যই ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, সফল করে, তুলতে হবে। আমাদের বিপুল জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। সুতরাং, নারীদের সাক্ষর, শিক্ষিত, যোগ্য ও দক্ষ করে তোলার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। সাক্ষরতা ও শিক্ষার ব্যাপক অভিযান পরিচালনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। পরিবার পরকল্পনা বাস্তবায়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যও সাক্ষরতা ও শিক্ষা দরকার।

বিপুল জনঅধ্যুষিত আমাদের দেশে সবাইকে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের বড় জাতীয় দায়িত্ব। এদিকটির প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন বর্তমান সরকারের শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী এ. এস. এইচ. কে সাদেক। তিনি বলেছেন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করতে ইতিমধ্যেই সরকার বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার আগামী দশ বছরে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে কার্যকর শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা। মন্ত্রীর এই বক্তব্য খুবই প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী। বস্তুত, আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থেই এমন কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা দরকার যাতে দেশ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হয়, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত হয় এবং সর্বপর্যায়ে শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার মানও উন্নত হয়।

শুধু যেন–তেন প্রকারেন শিক্ষালাভ এবং ডিগ্রী অর্জনই জীবনের মুখ্য বা জাতীয় উন্নয়নের উপায় ও অবলম্বন নয়। যে পর্যায়ের এবং যে–ধরনের শিক্ষাই হোক না, তা হতে হবে যথার্থ, সুষ্ঠু ও উন্নত এবং মেধা, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা বিকাশের উপযোগী। শিক্ষার সঙ্গে জীবিকারও সংযোগ থাকতে হবে, শিক্ষা যেন কর্মসংস্থানের এবং জীবিকা উপার্জনের অবলম্বনও হয়। মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তি ইত্যাদি যে–কোনো বিভাগের এবং যে–কোনো ধরনের ও যে–কোনো পর্যায়ের শিক্ষাই হোক না কেন, সে–শিক্ষা হতে হবে যথার্থ, সুষ্ঠু, যুগোপযোগী এবং উন্নয়নের সহায়ক। বস্তুত, শিক্ষায় কোনোরূপ সর্টকাট বা ফাঁকিঝুঁকির অবকাশ নেই এবং তা বাঞ্ছিতও নয়। যে–শিক্ষা মানুষের মেধা, প্রতিভা, কর্মশক্তি, যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটায় না, জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত রাখে, এবং জীবিকা উপার্জনের উপযোগিতা অর্জন করতে সহায়ক নয়, তা একরূপ মূল্যহীন। প্রকৃত শিক্ষা লাভ ও জ্ঞানার্জন না করে যেন–তেন প্রকারেন শিক্ষা লাভ ও সার্টিফিকেট অর্জন আসলে বঞ্চনা বা আত্মপ্রতারণারই অন্য নাম। এতে শিক্ষার্থী তথা ডিগ্রী ও সার্টিফিকেটধারী শুধু নিজেই বঞ্চিত ও প্রতারিত হয় না, পরিবার, সমাজ এবং দেশ ও জাতিই তাতে বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়।

দুঃখের বিষয়, সেকালের মতো একালেও, অধিকাংশ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছে লেখাপড়া ও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হয়ে আছে যে–কোনোভাবে ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট অর্জন, চাকরি–বাকরি লাভ এবং সম্ভব হলে শহরে–বন্দরে গাড়িঘোড়া চড়া। এ–কারণেই, প্রকৃত শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন হোক বা না হোক, ফাঁকি দিয়ে–পরীক্ষায় নকল করে উত্তীর্ণ হওয়া এবং একটা সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী লাভই বহু শিক্ষার্থীর লক্ষ্য ও প্রধান উদ্দেশ্য। কেননা, নকল করে হোক অথবা অন্যকোনো উপায়েই হোক, পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারলেও এবং একটা সার্টিফিকেট অর্জন করা গেলে, সমাজে নিজেকে শিক্ষিতরূপে পরিচয় দেওয়া চলে, চাকরি–বাকরি লাভেরও চেষ্টা করা যায় এবং অভিভাবককেও আশা ও সান্ত্বনা দেওয়া যায় যে, তার ভবিষ্যতে 'গাড়িঘোড়া চড়া'র এবং বাড়িগাড়ি করারও সম্ভাবনা আছে। যদি তা–ই না হবে, তা হলে আমাদের দেশে এইচএসসি পরীক্ষায় এবং অন্যান্য পরীক্ষায়ও এমন ব্যাপক নকল হবে কেন, কেন সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষায় নকল ও বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী, নকল সরবরাহকারী, অভিভাবক ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ চলবে, কেন বহিষ্কার, গ্রেফতার ও আহত হবে বহুজন! শিক্ষা–পদ্ধতিতে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং পরীক্ষা–পদ্ধতিতেও কোনোরূপ ত্রুটি–বিচ্যুতি ও ফাঁকি না থাকলে, শিক্ষকরা যথাযথভাবে শিক্ষা ও জ্ঞান দিলে, শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করলে, পরীক্ষায় পাস করা ও সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য এমন ব্যাপক নকলের আশ্রয় নেওয়ার তো কথা নয়। শিক্ষাঙ্গনে ও পরীক্ষা কেন্দ্রে সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত, এই বাস্তবতার আলোকেই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে, সে–সব সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে।

— নাগরিক